Registered No. 45.

অমৃত বাজার পত্রিকা

TOO LATE
BERHAMPORE SE 21 73

৬ ভাগ | কলিকাতাঃ—৩রা আশ্বিন বৃহস্পতিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ১৮ই সেপ্‌টেম্বর ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ। | ৩২ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

——000——

কলিকাতা

বহুবাজার ষ্ট্রিট নং ৯২

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা যুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয় স্মরণ শক্তি কম হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফর্ত্তি বিহীনহইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে ইহা সেবন করিলে স্ফর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা শরীর অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য থমতঃ ৫ পাঁচ টাকা রপাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা না।

যাহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড অর্শ, বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ খানে স্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার প্রিজারভার।

নিয়ম মত কিছুদিন ব্যবহার করিলে যুবা ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদিগের আর শুক্লবর্ণ চুল থাকিবে না। চুল ঘন ও পুস্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্ম প্রকৃতাবস্তা প্রাপ্ত হইবে।

ইহার প্রতি শিশির মূল্য ,, ,, ১ টাকা
ডাক মাশুল ইত্যাদি ,, ,, ,, ,, ‖০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হিমসাগর তৈল।

যাহারা অতিশয় অধ্যয়ন ও মানসিক চিন্তা জন্য মাথার বেদনায় ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে ও বাউপ্রধান ধাতুয় পক্ষে এই তৈল অতীব উপকারী।

ইহার প্রতি শিশির মূল্য ,, ,, ১ টাকা
ডাক মাশুলইত্যাদি ,, ,, ,, ‖০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার কলেরা ক্যাম্ফার।

ইহা এদেশীয় ওলাউঠা রোগের অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা এক বিন্দু হইতে ২০ বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত।
ইহার এক আউন্স শিশির মূল্য ‖০ আন
ডাক মাশুল ইত্যাদি ।/০ আনা।

হেয়ার প্রিজারভার, হিমসাগর তৈল ও কলেরা ক্যাম্ফার নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়।

বহুবাজার ৯২ নম্বরের বাটী ওরিণ্টেল এপথিকাহল দাস সরকার এণ্ড কোম্পানির নিকট ও কালেজ স্কয়ার ১৪ নম্বরের বাটী মোহালা নবিশ এণ্ড কোম্পানির নিকট। এবং চিতপুর রোড ২৮৩ নম্বরের বাটী ইউনিভারস্যাল মেডিকাল হলে তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

নয়শো রূপেয়া

নাটক।

অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য। মূল্য একটাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

অবলা বিলাপ।

শ্রীমতী অন্নদা সুন্দরী দাসী প্রণীত মূল্য ।০ আনা অমৃত বাজার পত্রিকা প্রেস কলিকাতা। ডাক মাশুল / আনা।

মাধবমোহিনী।

উপরের লিখিত মাধবমোহিনী নামক গ্রন্থের কায়া ৩০০ পত্রের অধিক। মুল্য ১ টাকা ডাকমাসুল ৵০ আনা।

উপরের গ্রন্থ কলিকাতার চিৎপুর রোডের ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোর মোহন ঘোষের নিকট প্রাপ্য।

গুপ্ত লাইব্রেরী।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় সকল প্রকার বাঙ্গালা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে, অন্যান্য পুস্তক ও সরবরাহ করা যায়, মুদ্রিত তালিকা আবশ্যকমত পাঠান যাইতে পারে।

শ্রীজ্ঞানচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

পুরস্কার ৫০ টাকা।

আমার পুত্র অভয়চরণ রায় ১২৭৯ সালের ১৭ই ভাদ্র অবধি অনুদ্দেশ হইয়াছে। বয়স ১৯ বৎসর, ঈষৎ শ্যামবর্ণ, বামগালে নাকের নিকট একটী কাল দাগ (জতুক) আছে, বাহুর মধ্যস্থলে বেষ্টন করিয়া তাগার ন্যায় একটী পোড়া দাগ আছে, মধ্যমাকৃতি। সম্মুখের উপরের দাঁত ঈষৎ উচ্চ। বাড়ী ঢাকার জেলার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ থানার অধীন গালিমপুর। যে ব্যক্তি ইহার অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে ৫০্ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশকের নিকট সংবাদ দিলে হইবে। (২)

শ্রীরামচরণ রায়।

FOR SALE
VERY CHEAP

An English built Brougham and a half garee in excellent order.
Apply to Babu B. C. Dass
No 92 Bowbazar Street.

সাপ্তাহিক পরিদর্শক।

এই পত্র খানি পুস্তকাকারে তি রবিবারে গুপ্তযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে পঞ্জিকা, সাপ্তাহিক সংবাদ, আমদানি, রপ্তানি দ্রব্যাদির বাজার দর প্রভৃতি বিবিধ বিষয় প্রকটিত হয়। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৮্ যাণ্মাষিক ৪‖০ ও ত্রৈমাসিক ২৷০।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত—সহকারী সম্পাদক।

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ।

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহা বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহা যকৃৎ, শোথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতীকারক। মূল্য ২ টাকা মায় ডাকমাশুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ এককালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১।০ টাকা মায়ডাক মাশুল।

টাকরোগের মহৌষধ

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১‖ টাক মায় ডাকমাশুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট ৩৪ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বেহারিলাল ভাদুড়ীর নিকট পাওয়া যাইবে। (৩৪)

B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় এক বার সেবনেই যন্ত্রনা হইতে আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোপত্তির ব্যাঘাত দূর করে।

উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭নং ভবনে তত্ত করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য ৩।০ টাকা মায় ডাকমাশুল।
ব, এম সরকার কোং চোরবাগান কলিকাতা

কলিকাতা গুপ্ত এজেন্সী।

মোক্তার দালাল, আড়তদার এবং প্রতিনিধির যে সমস্ত কার্য্য উহা উক্ত এজেন্সীর দ্বারা সুন্দররূপে অতি অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হইবে। এজেন্সী আপিষ গুপ্তযন্ত্রে কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে মাশুল দিয়া পত্র লিখিলে এজেন্সী কার্য্যের মুদ্রিত নিয়মাবলী ও সাপ্তাহিক কলিকাতার বাজার দরের তালিক প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, এবং অন্যান্য বিষয় সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীঅভয়চরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

নবীনের মোকর্দ্দমা।

নবীনের স্ত্রী হত্যার মোকদ্দমার বিচার হইয়া গিয়াছে। মোকদ্দমায় নবীনের পক্ষ বারিষ্টার বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থন করেন। হুগলির ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু কেদারনাথ দাস, নবীনের শ্বশুর নীলকমল মুখোপাধ্যায়, নবীনের শ্যালিকা মুক্তকেশী এবং অন্যান্য ব্যক্তি সাক্ষী। জজ জিজ্ঞাসা করায় নবীন বলিল, "আমি নির্দ্দোষী।" নবীন বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াই উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠে এবং তাহার মনের বেগ এরূপ চঞ্চল হয় যে মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম করে। সাক্ষীরা সকলেই বলেন যে, নবীন যে তাহার স্ত্রী খুন করিয়াছে তাহা নবীনের মুখে তাহারা শুনিয়াছেন। ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু সাক্ষ্য দেন যে নবীন স্ত্রীহত্যা করিয়াছে এইরূপ এজাহার সে তাহার নিকট করিয়াছিল, নবীনের শ্বশুর ও শ্যালিকা এলোকেশীর মহান্তের সঙ্গে আসক্তির বিষয় সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। বারিষ্টার সাক্ষ্য দ্বারা সপ্রমাণ করিবার যত্ন করেন যে, নবীন উন্মত্ত অবস্থায় স্ত্রীহত্যা করিয়াছিল। তিনি জুরিদিগকেও তাহাই বুঝাইবার যত্ন করেন। তিনি জুরিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "যখন নবীন নীলকমল তাঁতির নিকট শুনিল যে তাহার স্ত্রী ভ্রষ্টা হইয়াছে তখন তাহার মনে কি ভয়ানক ভাবের উদয় হইয়াছিল। নবীন স্ত্রীর অতিশয় অনুগত ছিল, সে তাহাকে প্রাণের সঙ্গে ভাল বাসিত, যদিও তাহার অবস্থা তত ভাল ছিল না, তথাচ সুযোগ মত সে সর্ব্বদা তাহাকে দ্রব্যাদি প্রেরণ করিত। নবীনের স্ত্রী অপূর্ব্ব রূপবতী যুবতী, এবং নবীনের যৌবনকাল, আবার নবীনের ত্রিসংসারে স্ত্রীবই আর কেহ ছিল না। সাক্ষী দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে নবীন যে ধাতুর লোক তাহাতে সে সমতার অধীন থাকিতে পারিত না। সে স্ত্রীকে ভাল বাসিত এবং তাহার ভালবাসা সামান্যকারের প্রণয় নহে, সে তাহার স্ত্রীকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিত। এই স্ত্রীকে বিদেশ হইতে বহুদিন পরে দেখিতে আইসে এবং আসিয়া একজন সামান্য ব্যক্তির মুখ হইতে শুনে যে তাহার স্ত্রী মহান্তের সঙ্গে ভ্রষ্টা হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া সে যে হতজ্ঞান হইবে, উন্মাদ হইবে, চারিদিক শূন্যাকার দেখিবে, সে বিষয় বলা বাহুল্য। নবীন এই সংবাদ শুনিয়া উন্মত্ত হয়। তাহার স্ত্রীর মুখ দেখিয়া আবার সমুদয় বিস্মৃত হয়। নবীন আবার স্ত্রীকে প্রণয়িণী বলিয়া গ্রহণ করে এবং তাহাকে ওরূপ পাপকারাগার হইতে দূর করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হয়। ইতিমধ্যে তাহার কর্ণকুহরে স্ত্রীর কলঙ্কের কথা পুনর্ব্বার প্রবিষ্ট হইল। নবীন শুনিল যে তাহার শ্বশুর ও কুলটা তেলিবউ মহান্তকে সংবাদ দিয়াছে এবং মহান্ত বলদ্বারা তাহার প্রণয়িণী এলোকেশীকে বলদ্বারা কাড়িয়া রাখিবে এইরূপ মনন করিতেছে। নবীনের এই কথা শুনিয়া মস্তক ঘুর্ণিয়মান হইয়া উঠিল, যে বিষ তাহার স্ত্রীর মুখশ্রী দেখিয়া তাহার শরীর হইতে দূরীকৃত হইয়াছিল, তাহা আবার সহস্রগুণে জ্বলিয়া উঠিল, সে চারিদিক শূন্যাকার দেখিতে লাগিল, যে প্রণয়ণীকে স্নেহ প্রবাহে আবার হৃদয়ক্ষেত্রে স্থাপিত করিয়াছিল তাহা মনস্তাপের প্রবল বেগে আবার দূরে নিঃক্ষেপ করিল, নবীন উন্মত্ত হইল। জুরি মহাশয়গণ! আমি সত্যের দয়াধর্ম্মের দহায় দিয়া আপনার দিগকে নবীনের সেই সময়ের মনের অবস্থা বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। মহাশয়গণ! আপনাদিগের সম্ভবতঃ সকলের বিবাহ হইয়াছে, আপনারা প্রণয়িণী স্ত্রী কি পদার্থ তাহাও জানেন এবং নবীনের অবস্থায় স্ত্রী পরায়ণ পতির মনে কি ভাবের উদয় হয় তাহাও অনুভব করিতে পারেন। এই নিমিত্ত আমার অনুরোধ আপনারা এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া নবীন দোষী কি নির্দ্দোষী সাবস্ত্য করিবেন।"

বারিষ্টারের বক্তৃতা সমাপ্ত হইয়া গেলে, জজ সাহেব জুরিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, নবীন যেরূপ অবস্থায় স্ত্রীহত্যা করিয়াছে তাহাতে সম্ভবতঃ তাহারা মনের বেগ দ্বারা বিচালিত হইয়া বিচার করিতে পারেন কিন্তু তাহারা যেন তাহা না করেন। জুরিরা কতক্ষণ পরে নবীনকে নির্দ্দোষী সাবস্ত্য করিলেন।

নবীনের মোকদ্দমা বিচার কালে বিচারালয় জনাকীর্ণ হইয়াছিল এবং যে জুরিরা নবীনকে নির্দ্দোষী বলিয়াছেন আর একটী আন্দোৎসব উপস্থিত হইল, বিচারালয় আনন্দধ্বনীতে পরিপূর্ণ হইল, জুরিকে সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন এবং অনেকের আহ্লাদে এরূপ ভাব হইল যে দৌড়াইয়া গিয়া জুরিদিগকে আলিঙ্গন করেন। নূতন ফৌজদারি আইন দ্বারা জুরিদিগের কোন ক্ষমতা নাই। পূর্ব্বে হইলে নবীন জুরির বিচারে খালাস পাইত, কিন্তু বর্ত্তমান নিয়মানুসারে জজ জুরিদিগের এবং আপনার মত হাইকোর্ট জজের দিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। জজের মতে নবীন দোষী বলিয়া সাবস্ত্য হইয়াছেন।

—০—

আমরা ২ ভাদ্রের অমৃতবাজার পত্রিকায় এই সংবাদটী দিল্লিগেজেট হইতে উদ্ধৃত করি।

"একদিন একজন গোরা যাইতেছিল। ইতিমধ্যে জন পাঁচেক হিন্দুস্থানি আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে এবং আক্রমণ করিয়া তাহার নিকটে পয়সা চাহে। গোরা বলিল তাহার নিকট পয়সা নাই। হিন্দুস্থানিরা তাহা না শুনিয়া তাহার নিকট হইতে পয়সা গ্রহণ করিবার উদ্যাগ করিতে লাগিল। কতক্ষণ উভয় পক্ষে বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া গোরাকে তাহারা ভূমি তলে নিক্ষেপ এবং তাহার বক্ষোপরি এক খানি অস্ত্র দ্বারা তাহার কর্ণ চ্ছেদ করিবার উদ্যোগ করিল। গোরা চিত হইয়া পড়িয়া কি করে, উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। দৈবাৎ সেই পথদিয়া আর দুই জন গোরা যাইতে ছিল। তাহারা তাহার চীৎকার শুনিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং উপস্থিত হইয়া দেখে যে তাহাদের দলস্থ একজন চীত হইয়া পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছে। তাহার শরীর রক্ত ময় এবং একটি কান নাই। হিন্দুস্থানিরা তাহাদের উপস্থিত হইবার পুর্ব্বে তাহার একটী কান চ্ছেদন করিয়া পালায়ন করিয়াছে।

আবার ১৩ ভাদ্র তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় নিম্নোক্ত সম্বাদটী প্রকাশিত হয়।

"ফার্থ নামি একজন সম্ভ্রান্ত মেম অশ্ব শকটে আরোহণ পুর্ব্বক বায়ু সেবন করিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাহার গাড়িতে তাহার আয় এবং কোচম্যান মাত্র ছিল। সহিস কি অপর কোন লোক জন ছিল না। শকট দ্রুত গতিতে চলিতেছে ইতিমধ্যে যেখানে সহিসেরা আরোহণ করে, সেই খানে একজন লম্ফদ্বারা আরোহণ করিয়া বল পূর্ব্বক হস্তদ্বারা মেমের গলা চাপিয়া ধরে এবং মেমের শ্বাসাবরোধ হইয়া প্রাণ যায়। আয়া ইহা দেখিয়া চীতকার করিয়া উঠিল। কোচম্যান পশ্চাদ দিকে তাকাইয়া দেখে যে মেম সাহেব দস্যুর হস্তে পতিত হইয়াছেন! সে তাড়া তাড়ি গাড়ি থামাইয়া কোচবক্স হইতে অবতরণ করিবে এই রূপ উদ্যোগ করিতেছে ইতিমধ্যে দস্যু লম্ফ দিয়া অবতরণ করিয়া কোথায় পলায়ন করিল, তাহার আর অনুসন্ধান হইল না।"

অদ্যকার পত্রিকায় আমরা এই সংবাদটি প্রকাশ করিলাম, ব্রাডস নামক একজন সাহেব তাহার একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিয়া অশ্ব শকটে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। ব্রাডস সাহেব সিবল এঞ্জিনিয়ারিং কালেজে কর্ম্ম করেন। তাহার প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি এলফিনিষ্টন নামক একটী সেতুর নিকট যে উপস্থিত হইয়াছেন, অমনি উক্ত সেতুর টোলগেট রক্ষক অনেকগুলি মুসলমান সঙ্গে করিয়া আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে। তাহারা প্রথম ব্রাডস সাহেবের গাড়ির ঘোড়া ধরিয়া গাড়িখানি নিকটস্থ একটি গর্ত্তে নিঃক্ষেপ করে। সাহেব বিপদ দেখিয়া লম্ফ দ্বারা শকট হইতে বাহিরে অবতরণ করেন। সমুলমানেরা তখন গর্ত্ত হইতে গাড়ি খানি উঠাইয়া ঘোড়াকে ভয় দেখায়, ঘোড়া গাড়ী লইয়া দৌড়ায়। গাড়ী ঘোড়া তাড়াইয়া দিয়া তাহারা সাহেবকে ঘিরিয়া তাহাকে গালি এবং তাহার শরীর বলদ্বারা ঝাঁকাইতে থাকে। সাহেব তাহাদিগকে কিছু বলা কহা না করিয়া আস্তে আস্তে শকটাভিমুখে গমন করিতে থাকেন, কিন্তু তিনি গাড়ির নিকটবর্ত্তী হইলে আবার তাহারা তাহাকে ঘিরিয়া গালি দিতে লাগে। সাহেব তাহাদিগকে লক্ষ্য না করিয়া গাড়ির মধ্যে যে উঠিয়াছেন আর অমনি তাহারা তাঁহাকে বলদ্বারা গাড়ি হইতে টানিয়া বাহির করে। গাড়ি প্রায় উলটাইয়া ফেলিয়া তাঁহার প্রতি নানারূপ আঘাত করিতে আরম্ভ করে। সাহেব তখন করেন কি, আত্মরক্ষা করিতে যত্ন পাইতে লাগিলেন। তাহার হাতে লাঠি ছিল, উহা দ্বারা আক্রমণকারিদিগকে নিকট আসিতে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহারা হাত হইতে বলদ্বারা লাঠি খানি কাড়িয়া লইয়া তাহার মাথায় আঘাত করে। মাথা ভাঙ্গিয়া দিল। সাহেব মুখের রক্ত মুছিতে যে মুখ নিচু করিয়াছেন, অমনি আর একজন তাহার পিঠে আর এক লাঠির বাড়ী মারায় সাহেব মাটিতে পড়িয়া যান। পড়িয়া গিয়া যৎপরোনাস্তি প্রহার খান। তিনি অতি কষ্টে সৃষ্টে উঠিয়া কিয়দ্দূর গমন করেন কিন্তু তাহারা আবার তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে এবং সাহেব অচৈতন্য হইয়া একটী বৃক্ষ নিম্নে পতিত হন। সাহেব এই অবস্থায় কতক্ষণ পতিত থাকেন। তাহার গাড়ি কোচম্যান ইত্যবসারে তাঁহার গৃহে গিয়া সাহেবের জনকয়েক পিয়নকে লইয়া আইসে। তাহারা আসিয়া দেখে যে সাহেব অচৈতন্যাবস্থায় মৃত্তিকায় পতিত হইয়া রহিয়াছেন। তাহারা সাহেবকে গাড়ি

মধ্যে উঠাইয়া প্রথম থানায় লইয়া যায়, তাহার পরে বাটী লইয়া অনেক চিকিৎসা করে। সাহেব পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক আরাম হইয়াছেন কিন্তু অদ্যাপি সুন্দররূপে আরাম হন নাই। সাহেব লালিস করেন। মোকর্দ্দমায় সাহেব উলটাইয়া শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

—০—

যাহাদের শত জন্মের পাপ তাহারাই মরিয়া শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত হন। শিক্ষা বিভাগে বেতন কম্ খাটনি সংখ্যায় না ইউক কাজে অধিক। পদোন্নতির ভরসা মাত্র নাই, উত্তম কাজ করিলে সুখ্যাতি নাই, কিছুমাত্র ক্রটী করিলে আর নিস্তার থাকেনা। তাহারা শুদ্ধ গবর্নমেণ্টের না, সাধারণের চাকর এবং স্কুল মাষ্টার পণ্ডিত কি সবইনেস্পেক্‌টর দিগের জনে জনের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। তবে এপর্য্যন্ত ইহাদের একটু সুখ ছিল। ইহারা যে সমুদয় লোকের অধীনে কাজ করিতেন তাহারা প্রায় তাহাদের উপর সদাশয় ছিলেন। তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিদ্যাদান করা এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধ দ্বারাও অনেক কষ্ট সহ্য হইত, কিন্তু লেফটনেণ্ট গবর্নর কাহার কোন সুখ দেখিতে পারেন না। স্কুল বিভাগের ডিপুটী ইনেস্পেক্‌টর গণে এবং পোলিষ ও পোষ্টেল বিবিভাগের ইনেস্পেক্‌টর গণের এক শ্রেণীর চাকুরি, কিন্তু শিক্ষা বিভাগের ডিপুটী ইনেস্পেক্‌টরের বেতন পূর্ব্বে ছিল ন্যূন সংখ্যা ৭৫, এক্ষণ ২০। ২৫ টাকা হইয়াছে। ইহারা শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারী, প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়রা ইহাদের কর্ত্তা। লেঃ গবর্নর ইহারা কাজ করেন এই নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব দিগের অধীনে ইহাদিগকে স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে এক জনের ভৃত্যের অপর জজনের অধীনে থাকিলে যত রূপ দুর্গতি হয় সেইসকল দুর্গতি ইহাদের উপস্থিত হইতেছে। সম্প্রতি হুগলির মাজিষ্টেট হুকুম দিয়াছেন যে প্রত্যেক ডিপুটি ও সবডিপুটী ইনস্পেক্‌টরেরা মাসের ২৮ দিন মফঃস্বলে ভ্রমণ করিবেন এবং প্রতিদিন চারিটি করিয়া বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন, মাসান্তে হেড কোয়াটরে আসিবেন। হেড কোয়াটরে দুই দিন মাত্র থাকিবেন। ইহার মধ্যে যত লেখা পড়ার কাজ, বিল করা, বিল ক্যাস করা প্রভৃতি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইবে এবং দুই দিবস পরে মফস্বলে প্রবেশ করিবেন। মফস্বল যাইবার পুর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানাইতে হইবে তিনি কোন দিন কোন্ বিদ্যালয় দেখিবেন। ইহাতে তিনি যেরূপ নির্দ্ধারণ করিবেন তাহার কিছু মাত্র ব্যতয় হইলে তিনি দণ্ডনীয় হইবেন। আমরা এই হুকুম সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে গুটিকয়েক কথা জিজ্ঞাসা করি এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করি যে ইহার বিচার হয়। প্রথমতঃ ক্রমাগত ১২ মাস প্রতিমাসে ২৮ দিন ধরিয়া ভ্রমণ করিতে কি পারা সম্ভব? এবং কতদিন বা এরূপ পরিশ্রম মনুষ্যের শরীর সহ্য করিতে পারে? একদিন চারিটী স্কুল পরিদর্শন করার কি ফল? আবার একজন ডিপুটী ইনেস্পেক্টরের অন্যূন ১০০ খানি পত্রের উত্তর মাসে দিতে হয়, একশত দেড়শত বিল প্রস্তুত ও ক্যাস করিতে হয়, অন্যান্য হিসাব পত্র করিতে হয় এবং ইহা ব্যতীত কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের চিঠি পত্র আছে। এসমুদয় গুলি কি দুই দিনে সমাধা হইতে পারে? আমাদের বোধ হয় মাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন এই হুকুমটী দেন তখন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। নচেৎ যাহা অসম্ভব তাহা তিনি করিতে কখন বলিতেন না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আর একটী অবিচার করিয়াছেন। হুগলির একজন ডিপুটী ইনেস্পেকটর এক মাসে ৩০ কি ৩২টী স্কুল পরিদর্শন করিয়াছেন এবং ট্রেবেলিং বিল ৫২ কি ৫৪ টাকা করায় মাজিষ্টোট সাহেব তাহাকে অল্প স্কুল দেখা হইয়াছে ও অধিক ট্রাবিলিং হইয়াছে বলিয়া তিরস্কার ও ১০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। ডিপুটী ইনেস্পেকটর ইতিপুর্ব্বে যে নিয়মে কাজ কারতেন এবার তাহাই করেন, কিন্তু মাজিষ্টেট সাহেব অধিক কাজ চান এবং সেই নিমিত্ত এই দণ্ড। এটীও কতদূর সুবিচার হইয়াছে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তাঁহার এইরূপ অবিচার ও দুরন্ত শাসন দেখিয়া ডিপুটী ইনেস্পেকটরেরা ভয় পাইয়া গিয়াছেন। ডিপুটী ইনেস্পেকটরের পদ লেফটেনেণ্ট গবর্নর যেরূপ জঘন্য করিয়া তুলিয়াছেন আবার মাজিষ্টেটগণ যদি এরূপ অন্যায়াচরণ করেন, তবে শিক্ষা বিভাগ উঠিয়া যাইবে তাহা আমরা বলিনা, কিন্তু কোন উপযুক্ত লোক যে উহাতে আর যাইবে না তাহার কোন সন্দেহ নাই।

—০—

আমরা এদেশীয় নির্ম্মিত যে মুদ্রা যন্ত্রের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করি তদবিষয়ে মধ্যস্থ লিখিয়াছেন।

—"সহসা এদেশীয় হস্ত-সম্ভূত লৌহ মুদ্রাযন্ত্র যে আমরা দেখিব, এমন আশা কিছুকাল পূর্ব্বে মূলেই মনে উদিত হইল না। তৎপরে যখন ইহা প্রস্তুত হইয়া আমাদের জ্ঞাতসার করা হইল, তখনও আমরা তাহার সম্পূর্ণ কার্য্যকারিতা পক্ষে সন্দিহান হইয়াছিলাম, তন্নির্ম্মিতা অথবা যে মহাশয় মতলব করিয়া ইহা গঠন করাইয়াছেন, তিনি উহা দেখাইবার জন্য আমাদিগকে লইয়া গেলেন।

আমরা হাসিতে হাসিতে এই ভাবে গেলাম, যে, অবশ্যই কলের কোনা দোষ, চপ্ কি ষ্টোনের অসমতা, স্থায়িত্বের ব্যাঘাতজনক কোন খুঁত বা স্প্রিং প্রভৃতির অপরিপাট্য, ইত্যাদি রকমের কোন না কোন ক্রটী অবশ্যই লক্ষিত হইবে। অন্ততঃ দৃশ্য-সৌন্দর্য্যের অবশ্যই ব্যতিক্রম ঘটিবে। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই আমরা নৈরাশ্যের আনন্দে ভাসিলাম। তৎক্ষণাৎ তৎসময়োপযোগী কতকগুলি প্রধান বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া আরো আশ্চর্য্য ও হর্ষিত হইলাম। সেই দিবসেই তাহার পাকা সওদা করিলাম, সেই সপ্তাহ মধ্যেই তাহাকে উঠাইয়া আমাদের নিজ যন্ত্রালয়ে আনিলাম, বিলম্ব না করিয়া ছাপিবার সরঞ্জমাদি আহরণ ও সংযোগপুর্ব্বক ছাপা আরম্ভ করিলাম। পাঠকগণ! কি আহ্লাদের বিষয়, অদ্যকার এই যে ১২৮০ সালের ত্রয়োবিংশ সংখ্যক মধ্যস্থ ইহা হিন্দু-হস্তনির্ম্মিত সেই মুদ্রাযন্ত্রে যন্ত্রিত হইয়া আপনাদের করতলস্থ হইল?

বিলাতী যন্ত্রে যেরূপ সুন্দর মুদ্রাকার্য্য হইয়া থাকে ইহাতে তাহার কিছু মাত্র প্রভেদ দেখা গেল না। যন্ত্রের কোনা কোনা অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ বিলাতী অপেক্ষাও সুশ্রী ও স্থায়ীরূপে গঠিত হইয়াছে। এক স্থানের একটী যৎসামান্য দোষ ছিল, তাহা দুই দণ্ডের পরিশ্রমেই সংশোধিত হইয়াছে।

যৎকালে এই যন্ত্রে প্রথম ছাপা হইল, সে সময় আমাদের ও যন্ত্রনির্ম্মাতার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও অন্যান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকাতে একটা সমারোহের ব্যাপার পড়িয়া গেল। সকলেই দেখিলেন, সর্ব্ব বিধায়ে সন্তোষ জনক রূপে এই যন্ত্র মধ্যস্থ পত্র ছাপিয়া দিল। সকলেই বলিতে লাগিলেন "বাঙ্গালী না পারে এমন কাজ কৈ?" এই কার্য্যটী সামান্য অনুকরণের ফল বটে কিন্তু দেশের অবস্থা বিবেচনায় মগ্নপ্রায় ব্যক্তির তৃণাশ্রয়বৎ ইহাতেই দুর্ভাগা হিন্দুসন্তানের মনে দেশের ভাবী শিল্পোন্নতির আশা জন্মিয়া মহা সুখের বিষয় হইতেছে।

পাথুরিয়াঘাটার অন্তর্গত মণ্ডল ষ্ট্রীটে ১৮ নং বাটীর অধিকারী বাবু আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই রয়েল যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এদেশে যাহা নাই, বিলাত হইতে আইসে, ইনি সেই অভাব মোচনে চিরকাল ব্রতী। তিনিই এদেশে সোডাওয়াটারের কল প্রথম গঠন ও স্থাপন করেন। বিলাত হইতে কোক্ কয়লার আমদানি হইয়া এদেশে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়, ইহা দেখিয়া তিনি বহুযত্ন ব্যয় ও পরিশ্রমে এদেশেই উহা প্রস্তুত করিতেছেন। আরো দুই এক বিষয়ে তাঁহার ঐরূপ উন্নত প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। লৌহ মুদ্রাযন্ত্রের নির্ম্মাণ-কৌশল এদেশে আবিষ্কার ও প্রচলন করাতে তিনি আমাদের নিকট আরো নমস্য হইতেছেন। ভরসা করি, মুদ্রাকার মহাশয়েরা তাঁহার দ্বারা যন্ত্র প্রস্তুত করাইয়া তাঁহার গুণের সমুচিত উৎসাহ দান করেন * এবং পরমাগ্রহে প্রার্থনা করি। হিন্দুমেলার শিল্পবিভাগীয় সুবিজ্ঞ অধ্যক্ষগণ ইহার পদ ও গুণোপযুক্ত শৈল্পিক ও আর্থিক পুরস্কার দানে দেশীয় শিল্পীদিগকে উৎসাহিত করিতে কৃপণ না হয়েন। এই কার্য্যে তাঁহার সহিত আর দুই ব্যক্তির নামোল্লেখ আবশ্যক। বাবু মাধবচন্দ্র বসাখ মহাশয়ের আর্ম্মাণি-ঘাটস্থ প্রসিদ্ধ লৌহকারখানায় তাঁহার অধ্যক্ষ-অধীনে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, অতএব তিনি এবং তাঁহার যে মিস্ত্রী এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে এই দুরূহ কার্য্য সাধন করিয়াছেন, সে ব্যক্তিও বিশেষ প্রতিষ্ঠার যোগ্য। আমরা ঐ মিস্ত্রীর বয়স দেখিয়া অবাক হইয়াছি। অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে তাহার গুম্ফোদ্ভিন্ন হয় নাই। এই অল্প বয়সে তাহার তৎপরতা ও লঘুহস্ততা দর্শনে আমরা বারম্বার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি নাই।"

আমরা আশ্বিন মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। "ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র" নামক প্রস্তাব হইতে আমরা নিম্নে যে অংশটী উদ্ধৃত করিলাম পাঠক তাহা পড়িয়া আনন্দ লাভ করিবেনঃ—

এদেশীয় জ্যোতিষ্ দুই প্রকার, যথা সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ্ এবং ফলিত জ্যোতিষ্। গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র ও ধূমকেতু প্রভৃতির আকার, প্রকৃতি, গতি, পরস্পর সম্বন্ধ ও তজ্জনিত ফলাদি নির্ণয় করাই সিদ্ধান্ত বা প্রকৃত জ্যোতিষ্ শাস্ত্রের বিষয়। আর কতিপয় গুহ্য ও নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে শুভাশুভ দিন ও লগ্ন স্থির করিয়া তদনুসারে মনুষ্যের সাংসারিক ব্যবহারাদি নিয়মিত করা এবং অদৃষ্ট বিষয়ক ভাবী ফল নির্ণয় করাই ফলিত বা অনিশ্চিত জ্যোতিষের বিষয়।

পূর্ব্বকালে এদেশে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের যেরূপ চর্চ্চা হইয়াছিল, তাহা অতীব জ্ঞান ও আনন্দ জনক। উক্ত রূপ জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে অষ্টাদশ খণ্ড গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, যথা ১ সূর্য্য সিদ্ধান্ত। ২ ব্র[illegible] সিদ্ধান্ত। ৩ ব্যাস সিদ্ধান্ত। ৪ বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত। ৫ অত্রি সিদ্ধান্ত। ৬ পরাশর সিদ্ধান্ত। ৭ কশ্যপ সিদ্ধান্ত। ৮ নারদ সিদ্ধান্ত। ৯ গর্গ সিদ্ধান্ত। ১০ মরীচি সিদ্ধান্ত ১১ মনু সিদ্ধান্ত ১২ অঙ্গিরস সিদ্ধান্ত। ১৩ লোমস সিদ্ধান্ত। ১৪ [illegible] সিদ্ধান্ত। ১৫ চ্যবন সিদ্ধান্ত। ১৬ যবন[illegible] ১৭ ভৃগু সিদ্ধান্ত। ১৮ সনক বা সোম সি[illegible]

HE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA—THURSDAY, SEPT 21st, 1873

We understand that Babu Shital Chunder Mookerjee, the moonsiff, has asked his name to be withdrawn from the list of Finance Committee witnesses. Babu Kali Poddo Bannerjee is here and we are in a position to contradict the rumour circulated by th *Indian Mirror* that he is not going to England. He is zealously preparing himself for the task which he has taken upon himself.

——|:|——

We are glad to find that Miss Akroyd's proposed school for Hindoo females is soon to become n accomplished fact. A prospectus has been issued and a copy of it has been kindly sent to us. When such persons as H. H. the Maharaja of Vizianagram K. C. S. I., H. H. the Maharaja of Burdwan, Ranee Shamamohini of Dinagepore &c. form the general committee, we can hope of its being a successful institution. The school s established on principles of strictest religious neutrality and this we think will secure the valuable help of many of our educated men. he members of the managing committee we nderstand begin work after the Doorga Pooja Holiday.

——o:o——

The other day we noticed the insolence of the *adub* moonsiff of Dacca towards a gentleman hat, coat and boot, and we are informed at a similar case lately occured in Dinagepore. appears one Mr. Tweedie holding the much ignified post of Sir George's Honorary Magistrate happened to go to the court of the quandom moonsiff of that district as a witness. The moonsiff as usual called him to the witness box, took down his deposition and then asked him to take his seat with the pleaders. This offended the dignity of this important personage and he at once flew to the Judge and asked him o come, down upon the arrogant nigger with ll his might and main. But to his great mortiication and as if to add insult to injury, Mr. Ravenshaw, the Judge, bluntly told him that the moonsiff had acted nothing wrong in vindicating the majesty of law and the dignity of the moonsiff as Her Majesty's representative must e respected. This moonsiff has been made a ub-judge and we are not told if Mr. Tweedie survived this additional act of injustice on the part of Government.

—o—

It may be in the recollection of our readers that on the evening of the 19th August last he human race narrowly escaped a calamity rom furious driving in the discomfiture of his Honor the Lieutenant Governor of Bengal, whose carriage was run down by a reckless jehu who strangely enough was not a bit frightened y the presence of the august personage against whom he played such wild freaks. But this great event is not without its expected results. The long suffering ordinary public may cry in vain. But when Lieutenant Governors and Members of his Council, Bishops and Chief Justices come to grief, the case certainly assumes a different aspect and there is every probability, nay a positive certainty of some regulations being made and enforced. So it is here. The driving affair led to a long correspondence between His Honor and the Commissioner of Police and after some discussion t has been definatively settled to inflict the Calcutta police with a mounted police to put a stop to furious driving, the cost whereof estimated at about Rs 600 would be entered nto the police budget for next year. We see nothing particularly objectionable in this. We have only this to say that it is mostly the Europeans and the EastIndians who delight n a rash driving and it is they who ought to bear the largest share of this additional cost. His Honor's practical experience has resulted this wholesome measure and we would wish without prejudice or malice for the sake f humanity a practical experience in some her departments under his control. It would deed be a blessing to the whole nation if is Honor [illegible] if for once only, placed for trial der a M[illegible] with summary powers; and hat wo[illegible] ater blessing still, if His [illegible] erated for a short time with hard tabor and properly disciplined, for then His Honor would practically see whether there is any foundation for the loud cries raised by the whole nation against the Criminal procedure Code and his jail reformation.

—:||:—

The *Englishman* thus concludes a brilliant article :—

> There are few instances in history of such a complete and deep gulf separating the conquerors from the conquered as exists between us and the natives of India. In the history of most conquests we will find that, despite many favouring elements, there was still some common ground on which the conquerors and the conquered became eventually reconciled, either as regards colour, race, or religion. We have no such neutral ground. We are, indeed, "aliens in blood, in language, and in religion." Unlike the Spaniards in their conquests of the new world, who found a spurious civilization and an effete religion, we have entered here into a state of society almost aggressive in its conservatism and religious system, more ancient, and as full of vitality as our own. The hardness of the English character is met by the unyeilding immobility of the Oriental race. We cannot absorb, and we will not be absorbed; and hence all our laws, our English institution, and our reforms, only touch the superficial crust of the nation; they take no abiding hold hence misconceptions on both sides, the effect of distrust and dislike on their part, of little knowledge and imperfect sympathy on ours.

——oo——

The case of Nobeen who was acquitted by the jurors but not by the judge will convince some of our contemporaries that the trial by jury was virtually abolished by the new Criminal Procedure Code. Even after the law was passed some of our contemporaries could not believe that that system of trial was abolished and gave out that the *Puttrika* misled the public. It will now appear we believe to the most foolish what a great boon was taken from the nation when trial by jury was virtually abolished. The one idea of our English and some of our native Hakims is to punish and to fill the jails, and the juries who stood in their way were thus rendered powerless. In the case of Nobeen, the nation wished that he should be acquitted, the jurors acquitted him, and there were thousands present, who unlike the apathetic Bengallees expressed their wild joy in an unmistakeable manner at the verdict of the jurors. But forthwith a stranger stepped in—a stranger necessarily quite ignorant of the feelings of the natives,—and passed his sentence. The voice of the seven native jurors who heard the case with the judge was drowned by that of one stranger and the voice of that stranger rose superior to that of the whole nation. To an Englishman's point of view perhaps the judge was right, but the culprit was not an Englishman, neither were the relatives of the deceased, and this is not an English country. To an Englishman thus injured the remedy is plain, he divorces his wife, he marries again and the wife takes another husband and the wound is thus healed. But the tie between a Hindoo husband and wife is indissoluble. When a wife proves faithless to her husband, she gives a wound which nothing in this world can heal. Even Rama the mighty king of Oude was obliged to forsake his wife and pass a life of untold misery to satisfy the demands of the Hindoo public. The adage current in Bengal is "let life go, but let honor remain," and when honor is concerned the timid Bengallee forgets his timidity and takes away the life of another or gives his own without the slightest hesitation or reserve. A dishonor of this nature is worse than death to a Hindoo, he may survive such a disgrace but Hindoo society will not recognize his existence. But it is not the husband alone who receives the mortal wound; brothers, sister, mother, father, uncles, even distant relatives share in the disgrace which is brought on by a faithless woman. Such is the state of Hindoo society and such is the state of the Hindoo feeling. The Europeans may have a quite different idea on the subject, they may find things in our social customs and feelings which they may not like, but the Hindoo feeling on this point exists and exists as strong as ever. High pressed English education has not been able to deaden it, go-ahead Bramhoism has not been able to crush it. What Nobeen did, you, I, he, they, in short, every Hindoo would have done under the circumstances, be he a Bramho, a M. A, a peasant or a Raja Bahadur. Why then hang a man for a crime which every Hindoo gentleman would have done under the circumstance? If extreme provocation sometimes justifies a crime, there is no provocation under Heaven equal to the one's seducing another's wife. What is the murder of a beloved son to the seduction of a wife? It is not necessary for the wife to be loved passionately by the husband. The husband may be quite indifferent to her or may not like her at all, but she is his wife, the tie is indissoluble, his honor which is dearer to him than his life is in her keeping. If she betrays the trust, she deserves death, thus the Hindoo feels and thus he argues. Nobeen loved his beautiful wife very dearly, imagine then his horror when he first heard evil reports of her. Whenever he went people avoided him, he was the object of remark, people looked at him and whispered to one another and some at last told him the facts as they heard. He did not fully credit the statement, he did not like to believe it, for he did not like to be deprived of his life's joy. Even at moments he credited the rumor he tried to excuse his wife on account of her extreme youth or threw the whole blame upon the shoulders of her infamous father. But yet the dishonor rankled in his breast, he was irresolute, he was under a constant state of excitement. He felt more and more excited and it was carried to the hightest pitch when he heard that his wife would be taken away by force, his father-in-law assisting in the outrage. He was maddened and he murdered his wife. Nobeen is not a murderer, he did not plan and execute a deliberate murder. The Judge was willing to pass a sentence of imprisonment for life. But what is the object of punisment pray? To deter the criminal from repeating the offence and others from committing it. Now Nobeen is not a professional murderer and if he is let loose he will not be dreaded in society because he once committed murder. As for others being deterred, surely Nobeen very well knew that he would be hanged and so far from avoiding the punishment he sought it. It is not likely that men will murder their beloved wives unless maddened by a sense of injury and when maddened the fear of a halter does not deter them to commit murder. We admit that our legislators are mostly honest men and that the majority of those foreigners who administer justice are honest men, but yet the natives oftentimes suffer grievous wrongs at their hands. Our Rulers don't see the folly of legislating for an alien race but we suffer from the consequene, so that at present *we dread English justice much more than Mahomedan oppression.*

—o—

CRUSADE AGAINST POSTAL OFFICERS—We beg to draw particular attention of Government to a series of cases which will disclose how grave injustice has been done to some of the most meritorious and deserving native officers in the Postal Department. We have already described the great hardship into which Roy Deno bundhoo Mittra Bahadoor has been put in consquence of his being removed from Calcutta and made to travel the whole districts of Hoogly Burdwan and Midnapoore, Notwithstanding his ability, talent and past meritorious services, he has been compelled at an age, when the vigour and zeal of youth is no more, to sacrifice all his comfort and ease and labour like a journeyman or a cooley throughout the whole year. The general health of the Babu is not at all good. Having had an attack of diabetes, his health is in fact gone and he is more an invalid than a healthy man. The works he had to do at the Calcutta post office were less heavy but more important and Baboo Deno bundhu was the fittest man for this post. The few years that he held this post showed plainly how the right man was in the right place. The reformations that he introduced and the state of regularity into which he brought the old irregular matters could not fail to draw upon him high encomiums from his official superiors. But his evil days began with his friendship for Mr. Tweedie. Mr. Tweedie saw in Babu Deno bundhu Mittra a man of intellect and experience which he could not but make use of. He commenced his postal

reformations and he did not take a single step without consulting Babu Deno bundhu. In fact, most of the wholesome and beneficial measures which have been introduced since Mr. Tweedie became the Postmaster general of Bengal were mainly due to that most experienced man of the Postal Department. In short, those were the halcyon days of the Post Office. The department rose into almost perfection under the joint control of Mr. Tweedie and Babu Denobundhu. But those days are gone. There is no longer any confidence in the department. We have of late lost so many letters and so many complaints of this nature have reached us within the last 4 or 5 months that at present we would not transmit any letter of importance through the post office unless registered. An unpleasantness arose between Mr. Tweedie and Mr. Hogg, and Babu Deno bundhu as a friend of the former lost the friendship of the Director General. Let it be remembered that previous to this Mr. Hogg had the highest regard for the native officer. It is believed that the present degradation of the Babu is solely owing to this party spirit. But the consequence of this petty jealously has been terrible. The Babu had to work very hard and nature demanded that he should take rest. He has been serving since last 18 years and taken leave only once. He applied for privilege leave but was most cruelly and shamefully denied it. He now lies alarmingly ill of a carbuncle on his back- bone and it is the opinion of many doctors that carbuncle in a diabetic patient often turns fatally.

The next case to which we beg to draw attention of Government is that of Babu Bistoo Chunder Dutt. This deserving officer was the Inspector of Nuddea division and he has been banished to Lower Assam. The reason assigned for his removal is curious indeed. He has been removed because the service of a meritorious officer is required in Lower Assam. Now we understand that there are not a half dozen post offices in Lower Assam and we cannot understand why an officer of Bistoo Babu's worth is wanted there. There must be some other potent causes for his removal, but what they are neither the condemned nor any other body is aware of. The only fault Bistoo Babu has that he was much liked by Mr. Tweedie. Is this then the cause of his banishment? He has left behind him an aged father without a companion, his only brother who was a clerk in the Krishnaggur post office having been also transferred to Seabsagore. Nay the poor fellow Luckhan Chunder Dutt, the Dy. Post master of Ranaghat was removed to an inferior post at Dumdum because he was suspected to be a brother of Babu Bistoo Chunder Dutt, though he bears no earthly connection with the latter and the poor man is now out of employ in consequence of the post given him being a temporary one. We can deduce this moral from the case of Bistoo Babu. If good services are to be rewarded with penal stations, there will be no longer any occasion for public servants to be known as meritorious officers.

The third case relates to Babu Madhub Chunder Chuckrobuthy the Inspector of Jessore division. He was appointed by Mr. Tweedie and as far as we know, he has all along discharged his duties well and satisfactorily. But all of a sudden he loses favor with the successor of Mr. Tweedie and is required to give an examination for his qualifications. He was not allowed sufficient time to prepare himself and asked to pass his examination at once. He failed in only one paper and he is again required to pass another examination after six months. It is believed that being Tweedie's man, his fate is sealed and the time is not far when he will be thrown out of employ.

The fourth case has reference to Babu Sree Nath Mookerjee, the Inspector of Bhagulpore. He for some time occupied the post vacated by Babu Deno bundhu Mittra, but was again ordered to revert to his former post. He has lately gone to Bhagulpore with his family, but we hear that he has been transferred to Rungpore. Babu Sree Nath Mookerjee is asthmatic and we do not know how his health will fare with the insalubrious climate of Rungpore.

Another inspector Babu Soorja Kumar Gangooley after being transferred from one district to another has been at last posted to Cuttuck or the southern extremity of *yamalya*. He is also Mr. Tweedie's man and a meritorious officer.

The secret of this crusade against the meritorious officers of the postal department is their misfortune of having ever gained the good opinions of Mr. Tweedie. Mr Hogg is indeed in England on a noble mission, but he has left in his place two disciples who are petty well performing their duties in the absence of their master. These important personages are no other than Mr Roussack and one Mr Alpin. Mr Roussack was an Inspector before and we really wonder how he is allowed to hold his present post of Personal Assistant to the Postmaster General of Bengal after the disgraceful affair of Rajshye in which he played such a prominent part. Mr Alpin is a strange name, but we hear he is a praticular favorite of Mr Hogg and was offered the Supernumerary Inspector's post to watch Mr Tweedie's proceedings. These two men are in fact all in all in the post office. They will and such and such inspectors, sub-inspectors, or postmasters are transferred to such and such places. Mr Gribble, the present Post MasterGeneral is an extremely good man. He is indeed too good to cope with the tactics of these two men and hence all these disorders and complaints. Will Lord Northbrook kindly enquire?

—o—

Russia in Khiva—The fall of Khiva has perhaps removed one of the greatest barriers which stand in the way of Russia's accomplishing her long cheished desire of invading India. She has not it is true taken full advantage of her victory to crush the enemy or to annex his country. But she has inflicted upon him a punishment which has rendered his position a very precarious one and the time is perhaps not distant when a least symptom of dissatisfaction on his part will be construed into a resistance of Russian power and the fullest penalty imposed upon him in the shape of annexation of his territories. It was long before the Russian name attained to any degree of importance in Europe that Russia emerged towards Asia. In fact, before the time of John the Terrible, the Russians have sought to open a channel for trade through Central Asia to the confines of India. These efforts have been systematic and pursued with a steadiness which forms part of the national character. The first important expedition sent out by the Russians to Khiva was in 1717. It ended in failure culminating in the murder of the members of the Prince Bekovitch's Mission. The Emperor on his deathbed bequeathed a legacy of vengeance against the Khiveans but it appeared impracticable to undertake any millitary expedition on a large scale until the intervening hordes who occupied the countries between the Russian frontier and Khiva could be brought under subjugation. Peter the Great and his successors carried out his policy. The Sultan of the Lesser Horde placed himself under Russian protection in 1730, and the annexation of Kirghiz began. Regular communication was thus opened up with Bokhara and Khiva. The former was amenable to Russian influence and showed itself quite eager for commerce with the dominions of the Czar. Khiva was however in a wilder state and formed a centre for bandit hordes who lived by the plunder of the caravans and the sale of the prisoners. A Russian Agent, Col. Herbery, was accordingly despatched to Khiva in 1731 to bring about if possible a better state of affairs. But this mission resulted in his being robbed by the Khivans on his way back. In 1824, Russia sent another Mission to Khiva but with the same result. The Khivans now began to act most offensively against Russia. In 1824, they plundered a great caravan and took many prisoners. Next year, however, being afraid of Russian power they despatched an envoy with the present of an elephant to the Emperor but as the envoy was not allowed to enter St. Petersburgh unless he had consented to an indemnification to the Russian traders for their losses, with the liberation of all Russian prisoners in Khiva and the abolition of the slave-trade, the Mission ended in nothing Khiva then fell back to its old habits of keeping itself aloof from the Russian polity in Central Asia and was actively engaged in plundering the commercial line of march. It also captured a large number of Russians and converted them into slaves, whose sufferings were circulated into Russia with the object of keeping alive her old hatred. "These unfortunate captives" says an official Russian work, "were doomed to pass their lives in hard toil, suffering every privation. They usually ended their lives under the blows of their taskmasters, whose Mahomedan creed freed them from all considerations towards the Kafires or unbelievers." Another Russian report says, "Russian prisoners were sold in the Khiva bazar, and this traffic was shared in not only by the highest Khiva officials, but likewise by the Khiva traders who visited Russia every year, and who incited the intermediate Kirghiz hordes to seize Russians as prisoners; the Khivans buying them up beforehand, and praying them the money in advance." Russia, however, was too busy with enemies nearer home to attempt a Central Arian expedition on a large scale. She accordingly tried to obtain the liberation of her subjects by purchase and the Czar granted three thousand roubles for their redemption. But as the Khivans had decreed capital punishment against any who should sell a Russian slave in order to his restoration to his native country, this attempt failed. The Russian slaves themselves were again more cruelly treated, the first attempt at an escape being punished with the cutting off of their nose and ears, and for a second attempt death by impalement. Accordingly in 1839, the Czar determined upon war. A strong force was sent against Khiva under General Perofski who penetrated far into Central Asia. The Khivans however, as in 1825, apprized of their danger, sent envoys seeking for peace before the expedition reached their capital. The invading force itself encountered such difficulties and hardships from the nature of the country that the General thought it wisest to accept the proferred terms. The Russian prisoners were released and safely brought home, and for sometime Russia was allowed to carry on her commercial relations with Central Asia in an undisturbed manner. But for sometime only. Things speedily returned to their former unpleasant state and again culminated in a millitary expedition. The results of this expedition are now before the world. It is the greatest blow which Russia has yet struck in Central Asia, and it enables her to start from an entirely new basis in her future dealings with Central Asian States. Khiva never thought that Russia was capable of doing beyond threatening. She has now experienced the full weight of the Slavonic hand, and the apparant moderation of her conqueror only shows too plainly that Russia will not hesitate to subjugate the country if her interests demand it. Khiva conquered and the development of Russian policy regarding her advance into India is complete. We are indeed aware that there are enormous difficulties and almost insurmountable barriers which Nature has placed between the Russian Empire and the Indian territory, nor are we blind to the fact that Punjub frontier is practically much nearer to England than it is to the Russian base of operations on the Caspians, but judging from Russia's antecedents and her power to cope with all sort of difficulties, her approach so near to India is not to be trifled with. But the Britons are rough customers to deal with, especially when their interests are concerned, we only fear for our pockets, for we are sure an invasion from Russia will end with a better understanding between the natives and the English.

বিজ্ঞাপন।

THE MORNING BEAM.
AN ENGLISH DAILY.
PUBLISHED AT
88, BOW-BAZAR STREET, CALCUTTA,
from the 16th August, 1873.

OPINIONS OF THE PRESS.

THE general appearance of the paper is good—*Englishman.*

THE latest born of the Calcutta dailies, the *Morning Beam*, made its appearance on Saturday last. It is printed in English, and consists of four pages, of which the matter of the first number is very fairly written and printed. The price is low, only 12 annas a month. The Editor professes independence and liberality, and promises to be as impartial as he can. The specimen number treats very fairly several important subjects, one especially the wealth of India, which is to be resumed. Such papers may answer a very useful end, and it is to be hoped that amongst the growing reading public there will be found many who will daily welcome the light of the morning—*Indian Daily News.*

We have received the first three numbers of a new Calcutta Daily issued, as we understand, by some of our own countrymen. It is styled the *Morning Beam.* The size of the paper is that of the *Bengali*, and the appearance is neat. We wish our new born contemporary every success.—*Indian Mirror.*

We have received the first few numbers of the new English *Daily* the *Morning Beam.* It is the cheapest *Daily* in whole India. It is very nearly got up and contains much useful matter. We wish our brother every success.—*Amrita Bazar Puttrika.*

The *Morning Beam* promises well. Its prospectus is short and to the point, and its articles are written with good intentions.—*Pioneer.*

We have received the first two or three issues of the *Morning Beam*, a new Calcutta daily, published at half an anna. Its light as yet flickers somewhat faintly, but as it rises a little above the horizon it will doubtless grow stronger. We hope the *Beam* will continue to shine long upon the Bengal public.—*Statesman.*

We have received the new Calcutta daily, styled "Morning Beam." It appears to be written by our countrymen. It is the cheapest paper in the whole of India, the price of each copy being twe pice, and at the same time it is well got up *Indu Prakash.*

TERMS OF SUBSCRIPTION.
(*Payable strictly in advance.*)

	TOWN		Daily Single Copy.		Bi Weekly.		MOFUSSIL Weekly	
	Rs.	As.	Rs.	As.	Rs.	As.	Rs.	As.
Yearly	6	0	15	12	12	8	9	4
Half-yearly	3	8	8	6	6	8	5	2
Quarterly	2	0	4	7	3	8	2	13
Monthly	0	12	1	9	1	4	1	1
Single Copy	0	½	0	1				

—০—

মৎপ্রণীত জয়দেব-চরিত অর্থাৎ গীত গোবিন্দকার জয়দেব গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত মুল্য ।৶০ ডাক মাশুল /০ কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হষ্টেলে প্রাপ্তব্য।

শ্রীরজনী কান্ত গুপ্ত।

——oo——

সংবাদ।

—গত কল্য নবীনের মকর্দ্দমার চূড়ান্ত বিচার হাইকোর্টে হইবার বিষয় মিরার যে প্রকাশ করেন তাহা সত্য নহে।

—আলাহাবাদে আর একটি ব্যাঘ্র পালিত বালক পাওয়া গিয়াছে। উহা মনুষ্যের ন্যায় হাটিতে পারে না, হামা দিয়া চলে। কাঁচা মাংস উহা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করে।

—ফ্রান্সে প্রত্যেক একশত বালকের মধ্যে ২১ জন চশমা ব্যতীত দেখিতে পায়না। গত জন সংখ্যা দ্বারা এদেশে শতকরা কত জন সাব্যস্ত হইয়াছে আমরা জানিতে ইচ্ছা করি।

—ইংলণ্ডে ক্রমেই তামাকের ব্যবহার বৃদ্ধি হইতেছে। গত সাত মাসে ১০৬৮২০১০ টাকার তামাক ইংলণ্ডে আমদানি হইয়াছে। ইংরাজেরা তামাক হুকায় খান না চুরাট খান।

—ভিয়ানাতে যে প্রদর্শন হয় তাহাতে শিক্ষা বিষয়ে জার্ম্মনী প্রথম ও আমেরিকা দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত হন। কলিকাতা জিওলোজিকেল সরভে বিষয়ে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

—আমরা গ্রামবাসী পাঠে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এই পত্রিকা খানি রাণাঘাটের বাবু সুরেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরির উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। আপাতত ইহা ২ হাজার করিয়া বিক্রয় হইতেছে। নদীয়ার প্রজা হিতৈষী মাজিষ্ট্রেট ষ্টিবেন সাহেব ইহার ৫ শত খণ্ড মাস মাস গ্রহণ করিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

—আমরা ফ্রেণ্ড পাঠে অবগত হইলাম যে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাঙ্গলার কর সম্বন্ধীয় আইন পরিবর্ত্তন করিবেন বিবেচনা করিয়াছেন। আমরা আজ পাঁচ বৎসর এই বিষয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে বরিশালের রাজনৈতিক সভার ক্রমে উন্নতি হইতেছে। বাবু রাখাল চন্দ্র রায় একজন প্রকৃত দেশ হিতৈষী। তিনি যখন ইহার মধ্য বর্ত্তী আছেন তখন আমরা ইহা দ্বারা বিশেষ উপকারের প্রত্যাশা করিতেছি।

—আমরা শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রণীত শৈলনন্দিনী নাটক প্রাপ্ত হইয়াছি। বাঙ্গলার জমিদার গণ ক্রমে সাহিত্যানুরাগী হইতেছেন এই গ্রন্থ খানী ইহার একটী প্রমাণ। নাটক খানী মন্দ হয় নাই। পার্ব্বতীর বিরহ বর্ণণার মধ্যে মনোহারিত্ব আছে। রতির বিলাপও অনেক টা স্বাভাবিক হইয়াছে। কিন্তু তারকাসুরের আমোদ প্রমোদ ও রতি ভস্ম আমাদিগের ভাল লাগিল না। তারকাসুরে অসুরত্ব বা দেবতা গণে দেবত্ব কিছুই লক্ষিত হইল না। ভাষা প্রাঞ্জল হইয়াছে, কিন্তু স্থানে স্থানে সাধুভাষার আধিক্য দেখা যায়। পুস্তক খানি যে এই ক্ষণকার অনেক নাটকাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সকলেই স্বীকার করিবেন। ইহা লেখকের প্রথম রচনা, অতএব ইহার মধ্যে যে গুলি গুণ আছে তজ্জন্য তাঁহার রচনা শক্তিকে বিশেষ প্রশংসা করা উচিত।

—লাহোর হইতে আমাদের একজন বন্ধু লিখিয়াছেন যে, নবীনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের উপকারার্থ তথায় টাকা সংগৃহীত হইতেছে এবং এপর্য্যন্ত ৫০ টাকা উঠিয়াছে।

আমরা রাজশাহী সভার সহকারী সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে নিম্ন লিখিত বিষয়টী প্রাপ্ত হইয়াছিঃ—

রাজসাহী সভা কর্ত্তৃক সংগৃহীত কবিবর মৃত মধুদন দত্তের সন্তান দিগের সাহায্য দান।

রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর	২০০
বাবু কিশোরীলাল সরকার	৫
” রাজকুমার সরকার	১০
	২১৫

—ভিন্ন দেশীয় আচার ব্যবহার প্রচলন দ্বারা সমাজের কি রূপ পরিবর্ত্তন হয় তাহা জাপানে উত্তম রূপে পরীক্ষিত হইতেছে। জাপানবাসীরা বিদেশীয় ভাষা পর্য্যন্ত দেশে প্রচলনের যত্ন করিতেছেন। সম্প্রতি বিদেশীয়দিগের সঙ্গে বিবাহ হইবার সংকল্প হইতেছে। আবার দুগ্ধবতী ধাত্রী দিগের প্রতি কর নির্দ্ধারিত হইবে এই রূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। জাপানের গবর্ণমেণ্ট ছয় শত ছাত্র দিগকে ভিন্ন দেশীয় ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রেরণ করিয়াছেন।

—লণ্ডনের একটি হাউস প্রায় এক লক্ষ টাকার মণি মুক্ত পারস্যের সাহাকে দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রেরণ করার উদ্যোগ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উহা দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হয়।

—বোম্বাইতে সম্প্রতি মিউনিসিপাল কমিশনারগণ নগর বাসীদিগের কর্ত্তৃক মনোনীত হন এবং ইহাতে এই উপকার হইয়াছে যে এক্ষণ বোম্বাইতে যে কমিশনার নিযুক্ত হইলেন তাহার অর্দ্ধেক দেশীয় এবং অপর অর্দ্ধেক ইংরাজ এবং রাজ পুরুষদের সংখ্যা অতি সামান্য। সার জর্জ ক্যাম্বেল যদি আমাদিগকে আত্মশাসন শিক্ষা দিতে প্রকৃতই অভিলাষ করিয়া থাকেন তবে বোম্বাইর অনুকরণ করুন।

—একজন গোরা সৈন্য ছয় কি সাত বৎসরের একটী ইংরাজ কন্যার প্রতি বলাৎকার করায় তাহার তিন বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

—লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর মান্দ্রাস গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন যে মান্দ্রাজে শোণ, পাট ও গাঁজা কি পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং তাহা কি কি প্রয়োজনে নিয়োজিত হয়।

—সিবিলিয়ান নামক পত্রিকায় এইরূপ একটী জনরব প্রকাশিত হইয়াছে যে হোম গবর্ণমেণ্ট যে সমুদয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন তাহারা পরীক্ষা দ্বারা মনোনীত হইবেন, পূর্ব্বের ন্যায় মুরুব্বির জোরে আর কর্ম্ম পাইবার যো নাই।

—মিরার বলেন যে উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর জাতিতেও পৈতা ধারণ করে।

—ইউরোপ ভ্রমণ দ্বারা যাহার মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে সেই বিষয় পারস্যের সাহা টিহারণ গেজেট নামক এক খানি সম্বাদ পত্রে প্রকাশ করিবেন। এই খানি লণ্ডনে এক দল বণিক পুস্তকারে প্রকাশ করিবেন এবং তিনি এই সত্ব ১০০০০ হাজার টাকা দ্বারা ক্রয় করিবেন।

—পাবনাতে ২২৪ জন প্রজার বিরুদ্ধে মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ হয়। তাহার মধ্যে ৮১ জন প্রজা খালাস পাইয়াছে, ৯৯ জনের শাস্তি হইয়াছে এবং অপর সকলের মকদ্দমা অদ্যাপি নিষ্পত্তি হয় নাই।

—বাঙ্গলার পোষ্ট মাষ্টার জেলারেলের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে যে ডাক যোগে কোন উড়িয়া রায়তের নামে পত্র আইলে সে ঘরের মধ্য স্থানে পত্র খানি রাখে এবং তাহার সমুদায় আত্মীয় স্বজন আসিয়া উহা বেষ্টন করিয়া উপবেশন করে। বসিয়া সকলে উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন ও শীরে করাঘাত, এবং আত্মনাদ করিতে থাকে। বোধ হয় যেন তাহাদের কোন বিসম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। সামান্যাবস্থায় উড়িয়ারা প্রায় পত্র লিখেনা, তাহাদের স্বদেশীয় ব্রাহ্মণ আইলে বিদেশস্থ উড়িয়ারা তাহার যোগে বাড়ী টাকা পাঠায়। বিশেষ কোন বিঘ্ন না হইলে তাহারা প্রায় ডাকে পত্র পাঠায় না।

দিতে কোন দোষ দেখিনা। তাঁহার কম্পিত কোন দোষই এস্থলে খাটেনা। তাঁহার নিজের পত্রেই প্রকাশ যে প্রণয় হীন জীবন মরুভূমির তুল্য। বঙ্গদেশে সহস্র সহস্র রমনী শৈশব কাল অবধি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত দারুণ বৈধব্য দশায় দিনাতিপাত করিতেছে। তাহাদের অবস্থা চক্ষে দেখিয়া কাহার হৃদয় ফাটিয়া না যায় এবং কেনা বিধবা বিবাহ দ্বেষী দিগকে ভারতবর্ষ হইতে বাহির করিয়া দিতে চায়?

রাণীগঞ্জ, চৌকিডাঙ্গা
১লা ভাদ্র ১২৮০ } ভবদীয়
শ্রীরা মতারণ রায়।

—000—

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রী—কৃষ্ণনগর॥ কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এক খানি পাটীগণিত প্রণয়ন করিরাছেন। পত্রপ্রেরক তাহার কতক গুলি ব্যাকরণ দোষ দর্শাইয়াছেন। তিনি বলেন যে ১৭ পৃ ১৩ পং একত্রিত শব্দে একেবারে 'ত্র' ও 'ত' প্রত্যয় যোগ করা অশুদ্ধ। শ্রেঢ়ী ব্যবহারে 'দ্রসিষ্ণু' পদে কোন্ ব্যাকরণানুসারে 'ইষ্ণু' প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন। আপনার প্রতিবাদ পত্রখানি বঙ্গদর্শন সম্পাদক যদি মুদ্রিত না করেন তবে আমরা প্রকাশ করিব।

শ্রী—সলপ। পত্রপ্রেরক অমৃতবাজার পত্রিকার "তুমি কার" প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর স্বরূপ "আমি তোমাদের" এই শিরোনামাঙ্কিত একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন। স্থানাভাব বশতঃ আমরা পত্র খানি প্রকাশিত করিতে পারিলাম না। ইহার এক স্থানে লিখিত আছে "আমি মায়াময়, কেবল তোমাদের মায়াতেই দেশ ছাড়িয়া এখানে পড়িয়া আছি।"

শ্রীজগবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, বরাহনগর লিখেন, এখানকার পুলিশের অধ্যক্ষতা কার্য্যে যে দুইটী কর্ম্মচারী অর্থাৎ গৌরীপদ বাবু ও বামাচরণ বাবু নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় গুণে অত্রত্য পুলিসের পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ইঁহাদের গুণে বরাহ নগরে এখন আর চুরি নাই। ইহারা আবার নিষ্কলঙ্ক ও মিষ্টভাষী।

শ্রী— শান্তিপুর। পত্রপ্রেরক আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে "যাহাদের উপর সন্তান গণের শিক্ষার ভার অর্পিত হয় তাঁহারা মদে মত্ত হইয়া যদি ছাত্র দিগকে অসৎদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন. তবে তাহাদের কি করা উচিত।" উত্তর। এরূপ শিক্ষককে বিদ্যালয় হইতে দূর করিয়া দেওয়া উচিত।

ভূষণ্ডীকাক, যশোর। আপনি যে নাম ধারণ করিয়াছেন তাহা শুনিলেই গা জ্বলিয়া যায়, তা আর লিখিব কি।

শ্রীপ্রিয়নাথ গুপ্ত, বাকুইপুর। রাজেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক কৃষকদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত বাকুইপুরে একটী রজনী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীবীরেশ্বর কাঞ্জিলাল, দেবীপুর, খুলনা। যখন ডাক বিভাগের ইন্স্পেক্টর কি সব ইন্স্পেক্টর বাবু আপনাদের প্রদেশে যান তখন তাঁহাদের নিকট ডিঃ পোষ্ট মাষ্টার বাবুদের অন্যায় আচরণ সকল জানাইবেন।

চট্টগ্রাম। আপনার পত্রে কাযের কথা কিছুই নাই।

বৃন্দাবনচন্দ্র। আপনি কোন্ ডাকঘরের বিশৃঙ্খলতার বিষয় লিখিয়াছেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীযদুনাথ বন্দোপাধ্যায়, মহারাজপুর, ঝিনাইদহ। ঝিনাইদহের ডিঃ মাজিষ্ট্রেট বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় এখানে তাঁহার সৎগুণ ও সদ্বিচারে সমধিক প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীব। ঢাকায় সন্ধ্যার পর বাটী হইতে পার্শ্বস্থ কাহারও বাটি যাইতে হইলে সঙ্গে ২ জন দ্বারবান আবশ্যক করে। নতুবা হয় বস্ত্রখানি আর নয় চাদর খানি হারাইতে হয় এখানকার শুণ্ডা বা ডনগির গণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করা যায়॥ ঢাকার অনেক স্থানে এক ২ টি কুস্তির আখ্ড়া আছে। অনেকের বিবেচনায় এগুলি তত ভাল স্থান নহে।

শ্রীমাণিকচন্দ্র দে, যশোর। আপনার প্রস্তাবের শিরোনাম দেখিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম আপনি যশোরের পুরাবৃত্ত ঘটিত বিবরণ সকল সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু পত্রে যে সকল বিবরণ লিখিত হইয়াছে সে সমুদায় তত হৃদয় গ্রাহী নহে।

কস্যচিত্ দর্শক, বাগবাজার। আপনাকে আমরা চিনিনা এবং আপনি আপনার নাম স্বাক্ষরও করেন নাই, এমত স্থলে আপনার লিখিত ঘটনা সত্য হইলেও পত্রস্থ করিতে পারি না।

বিজ্ঞাপন।

WANTEE

A Moonshee—must know English—hiberal salary given. Apply to

K. S.

Pakour. G. I. K

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

দুর্গাপূজোপলক্ষে বন্দ।

রিটারণ টিকেট।

বন্দোপলক্ষে যাঁহারা ভ্রমণ করিতে যাইবেন তাঁহাদের সুবিধার নিমিত্ত সকল ষ্টেশনের জন্যই ফাষ্ট ও সেকেণ্ড ক্লাশের রিটারণ টিকেট এবং কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্তের ইণ্টারমিডিএট ক্লাশের রিটারণ টিকিট ১৩ই সেপ্টেম্বর শনিবার হইতে বিক্রী করা যাইতেছে। সচরাচর একখান টিকিটের যে মূল্য তাহা এবং তাহার এক তৃতীয়াংশ উক্ত টিকিটের মূল্য হইবে। যে ষ্টেশনে টিকিট ক্রয় করা যায় সেই ষ্টেশনে ১২ই অক্টোবর রবিবার দুইপ্রহর রাত্রের মধ্যে যে কোন ট্রেণে প্রত্যাগমন করিতে হইবে।

এই সকল টিকিট লইয়া যাহারা ভ্রমণ করিতে যাইবেন তাঁহারা পথের মধ্যে নামিয়া থাকিয়া আবার গাড়ি চড়িতে পারিবেন।

কলিকাতা
২৩শে আগষ্ট ১৮৭৩ } সিসিল ষ্টিফেন্সন।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

লুপলাইনের আরোহীদিগের প্রতি।

ভাগলপুর ও ঘোঘার মধ্যে বাঁকা করিয়া আর একটী রাস্তা প্রস্তুত হওয়ায় সচরাচর যেমন হইয়া থাকে সেইরূপ ১৭ই সেপ্টেম্বর হইতে আরোহীদিগের গাড়ী চলিতে থাকিবে এবং আরোহীদিগকে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না।

কলিকাতা, ১৫ই
সেপ্টেম্বর ১৮৭৩। } এজেণ্টের আদেশানুযায়ী।
ডবলিউ, এইচ
রসেল।

বিজ্ঞাপন।

THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872.

BY

KISHORI LAL SARKAR, M. A. B. L.

Price Rs.4.

This is decidedly the best edition of the Indian Evidence Act that we have yet seen. Babu Kissoree Lal Sircar has spared no pains to remove the difficulties which stand the unintiated readers of the Act in the face. He has made the work acceptable to the public generally. The price Rs 4 a copy is not we think considering the real merit of the work too high as some may fancy. *Law Observer.*

To be had at the Amrita Bzar Puttrika Office and Thacker Spink & Co's Library.

ব্যবস্থামালা।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার গুডিভ্, ট্যানার, ওয়েষ্ট, বার্লো, ইরিক্সেন প্রভৃতি চিকিৎসকগণের প্রেস্ক্রিপ্সন বহুযত্নে সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত হইবার সংকল্প আছে। ইহাতে ঔষধের গুণ ও আময় প্রয়োগ প্রভৃতি দেওয়া হইবে। সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে স্বাক্ষরকারীর প্রতি ১ টাকা অন্যের প্রতি ১৷৷০ টাকা ধার্য্য হইল। যাঁহারা স্বাক্ষর করিতে চাহেন, দুই মাস মধ্যে আপন আপন নাম, ধাম, ডাকঘরের ঠিকানা এবং কয়খানি গ্রহণ করিবেন তাহার সংখ্যা ত্বরায় দিবেন।

শ্রীহরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কান্দী দাতব্য চিকিৎসালয়ের
সব এসিষ্টাণ্ট সার্জন। (১)

PEOPLE'S CHOLERA BOX.

ওলাউঠা চিকিৎসার হোমিওপেথিক প্রধান দশটী ঔষধ ও ঐ সব ঔষধ কখন কি প্রকারে ব্যবহার করিতে হইবেক, তৎ সম্বন্ধে একখান সরল ভাষায় লিখিত পুস্তক একটী বাক্সে ও এক শিশি ডাক্তার রুবিনীর কর্পূরের আরক স্বতন্ত্র একটী টীন কেশে. মূল্য ৮ টাকা। দাতব্য জন্য ক্রয় করিলে মূল্য ৫ টাকা। ডাকে পাঠাইতে হইলে প্যাকিং খরচা ৷৷০ আনা বেশী দিতে হইবেক। এক বাক্স ঔষধে ২৫। ৩০ জন রোগী আরোগ্য হইতে পারে। এক বাক্স ঔষধ ঘরে থাকিলে যে সে এই পুস্তক দৃষ্টে অনায়াসে এই রোগের চিকিৎসা করিতে পারিবেক। প্রকৃত ওলাউঠা হইতে আরোগ্য হইবার হোমিওপেথিক ভিন্ন আর উপায় নাই, তজ্জন্য গৃহী মাত্রেরই এক এক বাক্স ঘরে রাখা কর্ত্তব্য।

R. K. Mitter & Co.
349, Chitpoor Road.

গুপ্তযন্ত্র।

২৪ নং মির্জ্জাফর্লেন, প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি কলিকাতা

নগদ মূল্যে উক্ত ছাপাখানার ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছাপার কর্ম্ম অতি সুন্দররূপে শীঘ্র নির্ব্বাহ হয়। মূল্য কার্য্য বিবেচনায় লওয়া যায়, যাহাতে কর্ম্মদাতার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ হয় তাহাই করা যায়।

শ্রীসত্যচরণ গুপ্ত—কর্ম্মাধ্যক্ষ।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।

—গত সপ্তাহের মর্ণিংরিমে প্রকাশ হয়যেশ্রীরামপুর জেলার হরিপাল থানার অধীন নালাকুলী নামক একটি আউট পোষ্টে একজন ব্রাহ্মণ তাহার স্ত্রীকে লইয়া উপস্থিত হন। তিনি বৃষ্টির নিমিত্ত থানায় গিয়া আশ্রয় লন। থানায় একজন হেড কনেষ্টেবল ছিল, সে আসিয়া ব্রাহ্মণের পরিচয় লইয়া বলিল যে এ যে তোমার স্ত্রী তাহার প্রমাণ কি, তুমি প্রমাণ না দিতে পারিলে আমি উহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিব না। ব্রাহ্মণ প্রথম কতক ক্ষণ হেড কনেষ্টবেলের সঙ্গে বাদানুবাদ করিয়া শেষে বলিল যে তবে আমাকেও এখানে কয়েদ রাখ। এখন রাত্র হইয়াছে কল্য সকালে আমি প্রমাণ করাইয়া আমার স্ত্রীকে লইয়া যাইব। হেড কনেষ্টবল তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিল যে সে আইন মত স্ত্রীটীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে, তাহাকে কয়েদ করার তাহার কোন অধিকার নাই অতএব তিনি থানায় থাকিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মণ করেন কি, থানার একটী গৃহে তাহার স্ত্রীকে রাখিয়া এবং গৃহের দ্বারে সঙ্গে যে চারিজন বেহারা ছিল তাহাদিগকে বসাইয়া রাখিয়া আপনার শ্বশুরকে ডাকিতে গেলেন। থানা হইতে তাহার শ্বশুরবাটী ক্রোশ তিনেক হইবেক। ব্রাহ্মণ থানা পরিত্যাগ করিলে হেড কনেষ্টেবল বিহারাদিগকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়া যে গৃহে ব্রাহ্মণ স্ত্রী ছিলেন তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার যত্ন করে। ব্রাহ্মণের স্ত্রী ইহা দেখিয়া ঘরের মধ্য হইতে কবাট দিয়া বন্দ করিয়া দেন। হেড কনেষ্টবল শেষে বলদ্বারা দুয়ার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করে। ব্রাহ্মণ স্ত্রী ইহা দেখিয়া বস্ত্র আঁটিয়া পরিয়া সেখানে একখানি তরবার ছিল তাহাই হাতে করিয়া দুয়ারের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন এবং যে হেডকনেষ্টবেল ঘরে প্রবেশ কবিয়াছে আর অমনি তরবারের আঘাতে তাহার মস্তক দ্বি খণ্ড করিয়া ফেলেন। ঘরে আর কেহ প্রবেশ না করে এই নিমিত্ত সেখানে তরবার হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। ইত্যবসারে ব্রাহ্মণ শ্বশুর সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হন। আসিয়া দেখেন যে হেড কনেষ্টবেলর মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহার স্ত্রী অস্ত্রধারিণী গৃহেরদ্বারে দণ্ডায়মান। তিনি গিয়া তাহার স্ত্রীকে ধরিলেন, দেখেন তাহার সংজ্ঞা নাই। অচৈতন্য অবস্থায় দাড়াইয়া আছেন। তিনি যে স্পর্শ করিয়াছেন আর তাহার স্ত্রী অচৈতন্য অবস্থায় মৃত্তিকাতে পতিত হইলেন। ব্রাহ্মণ যত্ন করিয়া স্ত্রীকে সচেতন করিলেন এবং তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। আমরা শুনিলাম এ বিষয় গবর্ণমেণ্ট হইতে তদারক হইয়া ঘটনা গুলি সত্য বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে॥

—বোম্বাইতে একদিন সাত বৎসরের একটী বালক হারায়। অনেক চেষ্টা দ্বারা তাহার কিছু মাত্র অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। সেখানে একটী পাত কুয়া ছিল, তাহার মধ্য হইতে পচাগন্ধ নির্গত হয়। সেখানে অনুসন্ধান করিয়া বালকটীর মৃত দেহ পাওয়া যায়। মৃত দেহ যে রূপ অবস্থায় পাওয়া যায় তাহাতে কি রূপে মত্যু হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন হয়। কিন্তু অনেকে সন্দেহ করেন বে দস্যু কর্ত্তৃক সে নিহত হইয়াছে। তাহার শরীরে ৫০ টাকার অলঙ্কার ছিল, মৃত দেহে তাহার কিছুমাত্র পাওয়া যায় না।

—আমরা মিরার পাঠে দেখিলাম রায় রাজীব লোচন রায় বাহাদুর অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন। রায় রাজীব লোচন এদেশের মধ্যে একজন অদ্বিতীয় লোক, তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার নিমিত্ত আমরা অত্যন্ত উদ্বিঘ্ন চিত্ত হইলাম। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা যেন তিনি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করেন।

—ইংলিশম্যান বলেন যে মেডিকেল কালেজের ছাত্র দিগের মধ্যে বারম্বার বিবাদ হওয়ায় লেফটনেণ্ট গবরণর নিয়ম করিয়াছেন যে কলিকাতা মেডিকেল কালেজে কেবল ইংরাজ ও ফিরিঙ্গি দিগের পুত্রেরা বিদ্যাভ্যাস করিবে। এদেশীয় ছাত্র দিগের নিমিত্ত পাটনা ও ঢাকায় স্বতন্ত্র কালেজ সংস্থাপিত হইবে। আমরা জানিনা পূর্ব্বের কি ইংলিশ ম্যান কর্ত্তৃক প্রকাশিত সম্বাদ ইহার কোন সম্বাদটী প্রকৃত। কিন্তু ইংলিশম্যান যাহা লিখিয়াছেন এটী যে সার জর্জের অন্যান্য কার্যের অনুরূপ সে বিষয়ে আমরা কোন সন্দেহ করিনা।

– বোম্বাইতে একজন সম্ভ্রান্ত লোকের পালিত একটি পক্ষী নিরুদ্দেশ হয়। অনেক চেষ্টা দ্বারা উহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাহার পরে দেখা গেল যেন একটী সর্প চলিয়া গিয়াছে। সর্পের শরীরের চলার দাগ রহিয়াছে কতক দূর গিয়া দেখা গেল যে একটী [illegible]াড়া সাপ প্রায় ১৫ হাত লম্বা পড়িয়া রহিয়াছে। সাপে পক্ষী আহার করিয়াছে এই সন্দেহ করিয়া উহা নষ্ট করা হয় এবং উদর চ্ছেদন করিয়া উহার মধ্য হইতে পক্ষীটী নির্গত হয়। পাখি সম্পূর্ণ আস্থ রহিয়াছে, একখানি পাখামাত্র নষ্ট হয় নাই এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তখনও পাখিটী জীবিত আছে।

—।০।—

প্রেরিত।

বিধবাবিবাহ—প্রতিবাদ।

আপনার ৩১এ শ্রাবণ তারিখের পত্রিকায় বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া তাদৃশ সন্তোষ লাভ করিতে পারিলাম না।

নিম্নে "ক্রমশঃ" কথাটী থাকাতে প্রকাশ উহার লেখক ইহার বিরুদ্ধে আরও হেতু দর্শাইবেন। আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই। এই পত্রিকায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহারই প্রতিবাদ করা আমাদের উদ্দেশ্য।

সম্পাদক মহাশয় আমার তর্ক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি নাই যে আপনার সুবিজ্ঞ পাঠক মহাশয় দিগের মনোরঞ্জন করিব। তবে মনের ভাব সহজে লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা মাত্র।

আপনার পত্রপ্রেরক মহাশয় লিখিয়াছেন যে স্ত্রীর মৃত্যু হইলে পুরুষ দ্বারপরিগ্রহণান্তর প্রথমার স্থলে দ্বিতীয়াকে অভিষিক্ত করিয়া প্রথমার প্রতি বিশ্বাস হন্তা হইবেন এই আশঙ্কায় তাহাদের প্রণয় তাদৃশ গাঢ় হইতে পারে না, এবং পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস জন্মাইতে পারে না যেহেতু একজন মরিলে অপর তাহাকে ভুলিবার সম্ভব। এস্থলে বলা উচিত যে তাঁহার পত্র পাঠে বোধ হয় তিনি কমৎ দর্শনের ন্যায় পুরুষেরও দ্বিতীয় দ্বার পরিগ্রহ যুক্তি সিদ্ধ বিবেচনা করেন না।

বেশ, একথা আমরা মানি। যে বিশ্বাসের হানি করিবে সেই প্রণয়ের শত্রু, যে প্রণয়ের শত্রু হইবে তাহার প্রতি আমরা খড়্গ হস্ত হইব এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দিব। এক্ষণে দেখা যাউক বিধবা বিবাহ প্রথা প্রণয়ের শত্রু কিনা।

বিধবা বিবাহ যে তিনি কি ভাবিয়া বিশ্বাস হানি জনক বলিয়াছেন তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিনা। পত্র প্রেরক মহাশয়ের প্রস্তাবিত প্রণয় (বিশুদ্ধ প্রণয়) বিধবা বিবাহ প্রথা দ্বারা কোন প্রকার ক্ষতি গ্রস্ত হইতে পারেনা। যে প্রেম অকৃত্রিম, বিশুদ্ধ, ও স্বাভাবিক এবং যাহাকে কবিরা ও অনেক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা অনন্ত কাল স্থায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে কি কখন সামান্য বিধবা বিবাহের ভয়ে বিচলিত হইতে পারে? পরে আমার স্বামী আমাকে ভাল বাসিবে না, এক কি প্রকৃত অর্দ্ধাঙ্গী ভার্য্যার মনে মুহূর্ত্ত জন্য স্থান পায়? প্রণয়ীরা কি ভাবেন না যে জগতে এমন কিছুই নাই যাহাতে তাহাদের একের মন অপর হইতে আকর্ষিত করিতে পারে? যাহাকে প্রাণ দিয়া সন্তুষ্ট করিয়াও মনের আকাংখা নিবারণ হয় না সে আমার প্রতি বিরূপ হইবে এও কি আমার মনে উদয় হইতে পারে? আর যদি তাহা হয় হউক, আমার মন কেন তাঁ হতে নড়িবে! এটি প্রণয়ী মাত্র অক্লেশে বুঝিতে পারিবেন। আর এইটি যদি মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ না হইবে তবে কোন ব্যক্তির প্রিয়তমা তাহার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিলে কেনই সে মর্ম্মান্তিক ব্যথা পায় ও তাহার মনতুষ্টির জন্য প্রাণ দিতেও কাতর হয় না। যাহাদের মধ্যে এরূপ প্রণয় আছে তাহাদের আবার একের বিয়োগে অপর তাহাকে ভুলিবে কিম্বা তাহার প্রেমে জলাঞ্জলি দিবে এভয় করিতে হইবে কেন? অতএ[ব] দেখা যাইতেছে বিশুদ্ধ প্রণয়ের শত্রু নাই। আরও দেখুন যেমন ছায়া বলিলেই বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হই[ল] সেই রূপ শত্রু বলিলেই যাহার শত্রু তাহার আ[...] স্বীকার করা হইল। সুতরাং প্রণয়ের শত্রু নির্দ্দেশ করিলেই প্রণয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইল। কিন্তু আমরা দেখিলাম যে প্রণয়ের শত্রু নাই। তবে বিধবা বিবাহের দোষ কি?

এস্থলে পত্রপ্রেরক মহাশয় বলিতে পারেন যে সত্য প্রণয় একবার হইয়া গেলে বিধবা বিবাহ প্রভৃতি শত্রুতে তাহার কিছুই করিতে পারেনা, কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রণয় জন্মাইবার সময়ে বিলক্ষণ বাধা দিতে পারে। তবে তাঁহার বস্তুতঃ বলা হইল যে প্রণয়ীরা (অর্থাৎ যাহাদের মধ্যে প্রণয় বর্ত্তমান) কখন বিধবা বিবাহকে প্রণয়ের শত্রু বলিয়া ভয় করেনা, তবে যাহারা প্রণয় ব্রতে এই নুতন ব্রতী, প্রণয় স্বর্গে উঠিবার জন্য যাহাদের এই নূতন পাখা উঠিতেছে তাহারা ভাবিতে পারে যে "আমি যাহাকে আত্ম সমর্পণ করিতে যাইতেছি সে আজ বই কাল আমার মৃত্যু হইলে সব ভুলিয়া যাইবে।" তখন আমরা কি তাহাকে বলিতে পারি না যে প্রণয় কর ভয় থাকিবে না, ঐ দেখ একজন প্রণয় করিয়াছে সে আর বিধবা বিবাহকে প্রণয়ের শত্রু বলিয়া গ্রাহ্যও করেনা?

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে সকল দম্পতীর মধ্যে এরূপ প্রণয় পাওয়া যায় না। সেটী যথার্থ কথা আমরাও তাহা স্বীকার করি; প্রকৃত প্রণয় অতিশয় বিরল। অতএব একের মৃত্যুর ২ দিন পরেই যে অপর তাহাকে ভুলিবে ও পুনর্ব্বার বিবাহ [...] উদ্যত হইবে এ কিছু আশ্চর্য্য নয়। সে স্থলে তাহাদিগকে বিবাহ করিতে না দেওয়া কত দূর অন্যা[য়] তাহা আপনারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন। সে বলি[তে] আমি বিবাহ করিতে না পাইয়া সারা হইতেছি, আমি যথা সর্ব্বস্ব দিয়াও বিবাহ করিতে চাই। তখন দেশা[]চার বলিবে না তুমি বিবাহ করিতে পাইবে না কার[ণ] তাহাতে তোমার পূর্ব্ব প্রণয়ের হানি হয়! স্ত্রী মরি[লে] পুরুষ যদ্যপি বিবাহ করিতে না পারিত তবে আজ এ[ক]দিন পৃথিবী রসাতলে যাইত। স্ত্রী জাতি অবল[া] ক্ষমতা নাই, সুতরাং যন্ত্রণা ভোগিতেছে।

আর স্বামী জানেনা, প্রণয় বীজ আজ পর্য্য[ন্ত] যাহাদের হৃদয়ক্ষেত্রে রোপিত হয় নাই, স্বামির অ[...]কার মাত্রও যাহাদের মনে নাই এমন বিধবাদিগের [...] পায় কি? পত্র প্রেরক মহাশয়ের মতে ত ইহাদের বিবা[...]